এদিকে তারক ল'য়ে ময়নার ছাও।
বলিত ময়না 'হরিচাঁদ গুণ গাও।।
ওড়াকান্দী অবতীর্ণ ভব কর্ণধার।
হরি হরি হরি হরি বল বার বার।।'
শিখাইল ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।
ওড়াকান্দী গণ নাম শিখাইল আর।।
হীরামন, গোলোক, লোচন মহানন্দ।
শিখাইল হরিশ্চন্দ্র আর গুরুচন্দ্র।।
রাত্রি এক প্রহর থাকিতে নাম করে।
ক্ষান্ত করে সূর্য্য এলে প্রহরেক পরে।।
দুধ ভাত চা'ল ছোলা বুট মুগ আর।
ভোজনান্তে 'হরেকৃষ্ণ' বলে বার বার।।
অন্য কোন লোক যদি সে নাম শুনিত।
মানুষে ল'য়েছে নাম, এই ভ্রম হ'ত।।
পাখীতে করেছে নাম যখনে শুনিত।
চিত্র পুত্তলিকা মত দাঁড়ায়ে রহিত।।
নাম ল'য়ে নয়নের জলে ভেসে যেত।
আড়া হ'তে খাঁচা পরে হইত মুর্চ্ছিত।।
ক্ষণে ক্ষণে পক্ষগুলি উর্দ্ধমুখ হ'ত।
মুর্চ্ছিত হইলে পরে তাহা সম্বরিত।।
আড়াতে সংযুক্ত পদ গলা করে টান।
দু'পাখা তুলিয়া করে নামামৃত পান।।
তারক পরম সুখী পাখীর গানেতে।
পাঁচ-সাত-বর্ষ-গত হ'ল এই মতে।।
একদিন সেই পাখী আহার করিতে।
বাহির করিয়াছিল সেই খাঁচা হ'তে।।
তারক বলিল 'পাখী খাঁচা মধ্যে দিয়ে।
শীঘ্র দেহ খাঁচার দরজা আট্‌কায়ে।।
এই মাত্র কথাবার্ত্তা তথা হ'য়েছিল।
ভ্রম ক্রমে দরজা আট্‌কান নাহি হ'ল।।
দরজা আট্‌কান হ'ল নাহি দিল খিল্।
জীব জীবনের আশা নাহি এক তিল।।
দৈব খাঁচা হ'তে পাখী বাহির হইল।
মাটিতে পড়িবামাত্র বিড়াল ধরিল।।
ডাকিতে লাগিল পাখী হইয়া অস্থির।
দন্তাঘাতে বিদ্ধ দেহ পড়িছে রুধির।।
দৌড়ে গিয়ে সেই পাখী সকলে ধরিল।
মৃতপ্রায় হ'য়ে পাখী দুইদিন ছিল।।
আর না করিল পাখী জল ফলাহার।
হরেকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বলে অনিবার।।
লোচন গোস্বামী বলে 'মম বাক্য লও।'
ত্যাগ কর মমতা পাখীকে ছেড়ে দাও।।
পূর্ব্বদিন প্রহরেক বেলার সময়।
মার্জ্জারে আঘাত করে সে পাখীর গায়।।
সেই হতে সদা করে হরেকৃষ্ণ নাম।
'হরি বল' 'হরি বল' নাহিক বিরাম।।
যদি সেই পাখী কেহ দেখিবারে যায়।
''হরিবল, হরিবল, হরিবল'' কয়।।
কত হরিনাম করে নাহিক নিয়ম।
হরি বলিতে বলিতে রুদ্ধ হয় দম।।
কোন দমে হরি বলে বিশ-ত্রিশ বার।
দু'নয়নে বহে অবিরত বারিধার।।
হরেকৃষ্ণ, হরি হরি বলিতে বলিতে।
অকস্মাৎ দেহপাত পড়িল মহীতে।।
তারক স্ব-করে করি সে পাখী ধারণ।
নবগঙ্গা জলে দেহ দিল বিসর্জ্জন।।
ব্রজে ছিল যত পাখী নিকুঞ্জ কাননে।
রাধাশ্যাম মিলন দেখিত দু'নয়নে।।
ওড়াকান্দী প্রভুর লীলা ঈশাণ কোণে।
এইসব ব্রজ পাখী এল সে কারণে।।
সেইসব পাখী এল ভকত সমাজ।
রচিল তারচন্দ্র কবি রসরাজ।।